বাফুফে প্রেসিডেন্ট-এর বক্তব্য

গত বছর ডিসেম্বরে ফুটবল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। এর আওতায় ২০২০ সাল পর্যন্ত ফুটবলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। এক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই নতুন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নে আমাদের এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

আজকের এই ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে আমি দেশের জনগণকে ফুটবল সংক্রান্ত কার্যক্রম, উন্নয়ন প্রকল্প এবং অর্জন সম্পর্কে জানাতে চাই। এরপর থাকবে প্রশ্নোত্তর পর্ব।

জাতীয় পুরুষ ফুটবল দল

চলমান কিছু দিয়ে শুরু করা যাক। সম্প্রতি জাতীয় পুরুষ দলের জন্য সাভার বিকেএসপিতে বিশেষ কন্ডিশনিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। এই ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো খেলোয়াড়দের শারীরিক দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করা হবে। ১২ দিনব্যাপী এই ক্যাম্পে প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই বিভিন্ন ক্যাটাগরির ফিটনেস টেস্ট দিতে হবে যার মাধ্যমে তার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করবো আমরা। বিজ্ঞানসম্মতভাবে আয়োজিত এই প্রক্রিয়ার আওতায় বাছাইকৃত ৬২ জন খেলোয়াড় সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার কাজ চলছে যা দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর পাশাপাশি এ ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ করে দল গড়ার আগে ক্লাবগুলোও নির্দিষ্ট খেলোয়াড়ের সামর্থ্য সম্পর্কে জানতে পারবে। এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে বিদেশীদের সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়দের তুলনায় আমাদের খেলোয়াড়রা কোথায় তা নির্ণয় করাটাও সহজ হবে। এ বিষয়ে খেলোয়াড়রা অত্যন্ত ইতিবাচক এবং এর মাধ্যমে তারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে।

জাপান টুর্নামেন্ট

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৬ প্রমীলা ফুটবল দল বর্তমানে জাপানের জে গ্রিন সাকাই টুর্নামেন্ট খেলছে। এই টুর্নামেন্টে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাপানিজ একাডেমির বেশ কয়েকটি প্রমীলা দল অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে অনূর্ধ্ব ১৬মেয়েরা জেএফএ ন্যাশনাল সেন্টারের আওতায় ওসাকায় ড্রিম ক্যাম্পে অবস্থান করছে। এর মাধ্যমে জে লিগের পেশাদার ক্লাবগুলোর খেলোয়াড়দের পাশাপাশি জাপানের জাতীয় পুরুষ ও নারী দলের সদস্যদের সংস্পর্শে কিছুদিন কাটাতে পারবে অনূর্ধ্ব ১৬ দলের মেয়েরা। বলাই বাহুল্য, বাংলাদেশ প্রমীলা জাতীয় দলের ভবিষ্যত হিসেবে বিবেচিত এই মেয়েদের জন্য এ অভিজ্ঞতা বেশ কাজে আসবে। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে ইতোমধ্যেই সফরে নিজেদের প্রস্তুতি ম্যাচে সাকাই একডেমিকে ২-১ গোলে হারিয়েছে আমাদের মেয়েরা। ফুটবল উন্নয়নের তৃতীয় পর্যায়ে এ ধরনের কার্যক্রম বেশি করে আয়োজন করা হবে। এক্ষেত্রে ২০১৭-এর সেপ্টেম্বরে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হতে চলা অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বকে মূল লক্ষ্য রেখে সব পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে।

জাতীয় প্রমীলা ফুটবল দল

কিছুদিন আগে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স আপ হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল। এ পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় এটিই জাতীয় নারী দলের সেরা সাফল্য। ফাইনালের আগ পর্যন্ত অপরাজিত থাকা কিংবা গ্রুপ পর্যায়ে শক্তিশালী ভারতের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র এই দলটির সামর্থ্য ও দৃঢ় মানসিকতা প্রকাশ করে। আরো একটি

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ফাইনালের আগ পর্যন্ত এ দলটি একটি গোলও খায়নি এবং ফাইনালেও তাদের পারফরম্যান্স প্রশংসনীয় ছিল। দলটির মূল একাদশের আটজনই অনূর্ধ্ব ১৬ দলের সদস্য যা আমাদের ভবিষ্যতে আরো শক্তিশালী জাতীয় দল গড়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

সুপার মখ কাপ-মালেশিয়া

মালেশিয়ায় অনুষ্ঠিত সুপার মখ কাপে অনূর্ধ্ব ১৪ ছেলেদের সাফল্য আমাদের জন্য গৌরব বয়ে এনেছে। প্রতিযোগীতার প্লেট পর্বে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দলটি বিশ্ব ফুটবলের পরাক্রমশালী কয়েকটি দলকে হারায়।

গত সপ্তাহে আমি নিজ বাসায় দাওয়াত দিয়ে এই অনূর্ধ্ব ১৪ ও অনূর্ধ্ব ১৬ মেয়ে দলকে অভিনন্দন জানিয়েছি যাতে করে তারা ভবিষ্যতে আরো ভাল করার অনুপ্রেরণা পায়।

ফুটবলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এই প্রতিভাবন খেলোয়াড়দের সঠিক ভাবে পরিচর্যা করাটা বর্তমানে আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

এলিট রেফারি ডেভেলপমেন্ট এবং কোচ এডুকেশন

ফুটবল উন্নয়নের জন্য পূর্বঘোষিত আটটি ডেভেলপমেন্ট পিলারের আওতায় বেশ কিছু পদক্ষেপ হাতে নিয়েছি আমরা। এর অংশ হিসেবে রেফারি এবং কোচদের জন্য কার্যক্রম আয়োজন করা হচ্ছে।

গত ৪ থেকে ৮ ডিসেম্বর ফিফা অফিসিয়াল ইসমাইল আদনান আলহাফির তত্ত্বাবধানে এলিট রেফারি কোর্স আয়োজন করা হয়। ২ জন নারীসহ মোট ৪০ জন রেফারি এতে অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া এই ফেব্রুয়ারিতে স্থানীয় কোচদের জন্য প্রাথমিকভাবে ক্লাস এ, বি এবং সি- এই তিন লেভেলের কোর্স আয়োজন করা হবে। এ ধরনের ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ফুটবল কোচিং সার্টিফিকেট রিভ্যালিডেশনের পাশাপাশি স্থানীয় কোচরা নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করারও সুযোগ পাবেন।

২০১৭ সাল জুড়েই সর্বস্তরের ফুটবলে কোচিং কোর্সের জন্য একের পর এক কর্মসূচি হাতে নেয়া হবে। সব পর্যায়ে কোচদের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের উপর আমরা বিশেষ নজর দিচ্ছি। শিক্ষিত ও দক্ষ কোচদের মাধ্যমে আরো ভাল মানের খেলোয়াড় তৈরি করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

অনূর্ধ্ব ১৫ প্রতিভা প্রক্রিয়া

তৃণমূলে অনূর্ধ্ব ১৫ পর্যায়ের খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের জন্যে আমাদের কোচেরা ইতিমধ্যে জেলা ও উপজেলাগুলোতে কাজ শুরু করেছে। তৃণমূলে ফুটবল উন্নয়নে এই কোচেরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশিক্ষণে দেশজুড়ে তারা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্যেই আমরা এই পর্যায়ের প্রতিবাভান খেলোয়াড় শনাক্ত করতে পেরেছি।

ক্লাব লাইসেন্সিং

ক্লাব লাইসেন্সিং নীতিমালাগুলো আরো সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে আমরা বিপিএল ও বিসিএল-এ অংশগ্রহণ করা ক্লাবগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছি। এই ওয়ার্কশপে এ মৌসুমের ফিডব্যাকের পাশাপাশি আগামী ২০১৭-১৮ সিজনের জন্যও ক্লাবগুলোর কাছ থেকে মতামত নেয়া হচ্ছে। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন-এর ক্লাব লাইসেন্স নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাফুফের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ওয়ার্কশপটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ক্লাব লাইসেন্সিং এর ব্যাপারে এফসিএর থেকে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং ২০১৮ সালের মধ্যে সব ক্লাবকেই সে অনুযায়ী নিজেদের অবকাঠামো গড়ে তুলতে বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাফুফে দেশের ক্লাবগুলোর সঙ্গে একসাথে কাজ করবে।

টুর্নামেন্ট

নতুন খেলোয়াড়, কোচ, রেফারি এবং ফুটবলের উন্নয়নে নিয়োজিত কর্মী তৈরি করার জন্য স্থানীয় লিগ এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। ‘Competition drives development’ নীতিকে সামনে রেখেই এতদিন ধরে ফুটবল উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গত ডিসেম্বরে বাফুফে সফলভাবে অনূর্ধ্ব ১৪ প্রমীলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করেছে যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে নতুন নতুন খেলোয়াড় উঠে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এছাড়া ১২টি দলের অংশগ্রহণে জেবি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ আয়োজন করা হয়েছে যেখানে প্রত্যেকটি দল ২২টি করে ম্যাচ খেলেছে। ৮টি দলের অংশগ্রহণে মার্সেল চ্যাম্পিয়নশিপ লিগও ডিসেম্বরে শেষ হয়েছে। ১২টি দলের অংশগ্রহণে সাইফ পাওয়ার টেক দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপও সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছে।

বাফুফে অবকাঠামো উন্নয়ন

আমরা সবাই জানতাম যে ফুটবলের হারানো দিন ফিরিয়ে আনতে হলে আমাদের আরো সচেষ্ট হতে হবে। দেশের মানুষের কাছে ফুটবলকে পৌঁছে দিতে সর্বস্তরে পেশাদার উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল। এজন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ নিয়োগ দেয়ার প্রয়োজন ছিল। আমি নিশ্চিত ফেডারেশনে নতুন বিশেষ করে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের প্রয়াস আমাদের জন্য সুফল বয়ে আনছে।

টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পল স্মলির অনেকগুলো দায়িত্বের একটি বাংলাদেশের ফুটবলের সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। তার অভিজ্ঞতার আলোকে ফুটবলের উন্নয়নের দিকে আমাদের যাত্রা সুগম হবে বলে মনে করি। প্রধান গোলকিপিং কোচ রায়ান স্যান্ডফোর্ড-এর দায়িত্ব বাংলাদেশের প্রতিটি বয়সভিত্তিক দলের গোলকিপারকে প্রশিক্ষন দেয়া। তবে আমাদের এই বিশেষজ্ঞদের অন্যতম দায়িত্ব বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের প্রধান কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন ও তার সহকারী মাহবুবুল আলম লিটুদের মত যারা আছেন তাদের যথাযথ সহায়তা দেয়া। এরই আওতায়, ছোটন এবং লিটু সহ এই দুজন বর্তমানে জাপানে আছেন। উল্লেখ্য প্রমীলা দলের সাফ পারফর্মেন্স এবং অ-১৬ প্রমীলা দলের এ এফ সি কোয়ালিফায়ার জেতার কৃতিত্ব ছোটন এবং লিটুর মত কোচদের। তাদের যথাযথ সহযোগিতা দেবে আমাদের বিশেষজ্ঞরা।

ভবিষ্যত লক্ষ্য

বাংলাদেশের মত ফুটবল পাগল দেশে প্রতিটি ভক্তই তাদের দেশকে বিশ্ব ফুটবলের উচ্চতম পর্যায়ে খেলতে দেখতে চায়। ভবিষ্যতের লক্ষ্য হিসেবে জাতীয় নারী দলকে মঞ্চে নিয়ে যেতে চাই। বর্তমান অনূর্ধ্ব ১৬ প্রমীলাদলকে ঘিরে আমাদের এ ধরনের লক্ষ্য রয়েছে। তবে প্রাথমিক ভাবে আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য অনূর্ধ্ব ১৭ ওয়ার্ল্ডকাপের বাছাইপর্বের কথা বলবো। এর জন্য মেয়েদের এখন থেকেই প্রস্তুত করা হচ্ছে।

অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে খেলোয়াড়দের শারীরিক, মানসিক, টেকনিকাল দিক সহ সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নানা প্রোগ্রাম আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনূর্ধ্ব ২০ দলের ২০১৮ ও ২০২০ বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব পেরোনো এবং ২০১৮ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভাল ফলাফলকেই ভবিষ্যত লক্ষ্য মেনে এগোবো আমরা।

ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৪, ১৬ এবং ১৯ পর্যায়ের প্রতিভাবান ফুটবলারদের ঠিকভাবে গড়ে তোলা আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আমরা তাদের সাফ এবং অনূর্ধ্ব ১৪, ১৬, ১৯ এবং ২৩ পর্যায়ে ভাল ফলাফল করতে দেখতে চাই।

সামনে যতই বাধা আসুক না কেনো, আমরা পরিকল্পনা থেকে দূরে সরে যাবনা। উপযুক্ত পরিবেশে সেরা কোচিং সুবিধার মাধ্যমে ভালমানের খেলোয়াড় তৈরি করা আমদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ফুটবল উন্নয়নের তৃতীয় পর্যায়ে পরবর্তী প্রজন্মের খেলোয়াড় এবং কোচ তৈরি করার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।